

সেই আমি

নিত্যানন্দ ঘোষ

সম্পাদক / সম্পাদকমণ্ডলী
ভারতীয় সাহিত্যিক
কাটোয়া • পূর্ব বর্ধমান

কবিদ্বয় কতৃক সৰ্বস্বত্ব সংৰক্ষিত

প্ৰথম প্ৰকাশ—২০শে মাৰ্চ, ১৯৮৪

বইমেলা, কাটোয়া।

প্ৰকাশক — তारकेश्वर চট্টৰাজ
ডুবোপাড়া, কাটোয়া, বৰ্ধমান।

মুদ্ৰণে : জনতা প্ৰিণ্টিং ওয়াক্স
কাটোয়া কোৰ্ট কম্পাউণ্ড।

বিনিময় — এক টোকা

✓
এক

ভাঙছ যে গড়ে যেতে পার
লোভীর মতন দুই চোখ

নিষ্ঠুরতা ভাল নয় জেনো
জেনে যাও আমারও দুই বাহু

ফসল ফলাতে চাও দেবো
কিন্তু কি জান মাটির গুণ

যদি তাই হয় আলো নেই—
ভালোবাসা নয় ঘৃণা শুধু

ক্ষোভ

তুই

কথা দিয়ে বসে আছি
পিছন ডেকে যাওয়া মিছে

আমি তো সে-ই রয়েছি
সামনে যা পিছনেও তা-ই

তবু বলা কথা বলা
অভিমান হয় যদি

তার চেয়ে যাও—
আমি নিরালায় খুশি থাকি

ব্যক্তি

তিন

এসে থেকেই বলছ যাই
তবে তো না গেলে হয়

আমি তো সব বুঝি না
সব কিছুই কে বোঝে সূক্ষ্ম

আমার কোন সত্য নেই, তোমার
কথা বলো সংক্ষেপে ;

যা কিছু কপালে যাই যদি
ফিরে-না-চাই সে দিন

উল্টো

ছয়

মুখ খুলছ না বড়
কথায় কি সব আসে

যাওয়ার মতন যাওয়া
আমরাও নতুন দেখছি

আমার মতন কেউ নেই আর
শুধু বাকী রয়ে গেছি—

মুখ খুলছ না বড়
কথায় কি সব হয়

মুখ

সাত

যেতে সাধ হয় তাই
যদি উপায় বলেন

আমি বললাম আজ যাক
আজকের মতো কোন দিন

অনেকদিনের পুরনো তো
সব কী এখন মনে পড়ে

আমি বললাম দেবী নেই
সময় বুঝে এগোতে হয় ।

ঠাট

আট

বোঝাতে পারি না বলে
বোঝে সে কেমন ?

আমারও দিতে মন
শুনে সাধ যায় ও-রকম

তবুও বলবে বৃথা !
আমার কী দোষ বল

রাতদিন যায়
দিন রাত হার—

অভ্যাস

নয়

সব কিছুই নিলে যে

বাকী রেখে যাও

আমিও যে পরের মতন

একা ঘরে থাকি বোকা

তুমি মান না-ই মান

দুঃখ-কষ্ট-লাঞ্ছনার স্রোতে ভাসি ;

ব'লো না অমন

সে যে নিদারুণ বড়

দুঃখ

দশ

কেমন দেখছ শুনি
খুব যে এমন—তাই বল ;

অনেকদিন তো গেছে
হঠাৎ ভুলে পড়ল মনে

এখনও বুঝি তার অভিমান
কথায় বেদনা ক্ষয় যদি

যাক সে-দিন পূরনো
আবার কখনো দেখা হবে ।

নিত্য